সংবাদ

তারিখ JUL 08 2006
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ২

২৯ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দ ১৫ লাখ টাকা লুটপাট

প্রতিনিধি, মনিরামপুর (যশোর)

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর ২০০৫-০৬ অর্থবছরে মনিরামপুর উপজেলার ২৯টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেরামত ও সংরক্ষণে ১৫ লাখ টাকা বরাদ্দ দিলেও জুন ক্লোজিংয়ের নামে সংশ্লিষ্ট উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও ইউএনও এ কাজের ১৫% কমিশন নিয়ে ভুয়া বিল পাস করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। মাত্র ২৪ দিনের মধ্যে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেরামত ও সংরক্ষণ কাজের প্রাক্কলন প্রস্তুত করে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে ৩০ জুনের মধ্যে এ অর্থ উত্তোলন করার কথা ছিল।

উপজেলা নির্বাহী অফিস সূত্রে জানা গেছে, চলতি অর্থবছরে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর মনিরামপুর উপজেলার ৩টি বেসরকারি কলেজ, ৯টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১৭টি মাদ্রাসা মেরামত ও সংরক্ষণ কাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য ১৫ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়।

এ সংক্রান্ত নির্দেশ ৬ জুন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে পৌঁছে। নির্বাহী কর্মকর্তা এ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে তালিকাভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের ৩০ জুনের মধ্যে প্রাক্কলন ব্যয়ের হিসাব প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে দাখিল করতে বলে চিঠি দেন। এ কাজের প্রাক্কলন প্রস্তুত ও তদারকিসহ কারিগরি সহায়তা প্রদানের দায়িত্বে রয়েছেন শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের মনিরামপুর উপজেলার উপ-সহকারী প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ।

নিয়মানুসারে কাজের মান ও কারিগরি সহায়তা দেয়ার কথা থাকলেও তিনি তালিকাভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের কাজ না করে প্রাক্কলন তৈরি করে দিতে বলেন এবং বিল ছাড়ের ব্যবস্থা করার

মনিরামপুর

জন্য অফিস খরচ বাবদ ১৫% কমিশন দাবি করেন।

উপজেলা নির্বাহী অফিস ও সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীর বেঁধে দেয়া কমিশনের কারণে অনেক প্রতিষ্ঠান তাদের প্রাক্কলন প্রস্তুত করে বিল জমা দিতে পারেনি। ধলিগাতী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দিলীপ কুমার পাল জানান, মাত্র ৫০ হাজার টাকা থেকে ১৫% কমিশন দিতে হলে বাকি টাকায় কী কাজ হবে? গোবিন্দপুর মহিলা আলীম মাদ্রাসায় গিয়ে দেখা গেছে, বরাদ্দকৃত অর্থের কোন কাজ তারা করেনি। তারা ১৫% দিতে রাজি হওয়ায় সংশ্লিস্ট প্রকৌশলী বিল-ভাউচার ঠিক করে দিয়েছেন। এ বিষয়ে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আ ন ম ফজর আলী বলেন, কমিশন না দিলে কোন ফাইলে সই হয় না। সম্মিলনী ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ শফিকুল ইসলাম জানান, যে কোন বরাদ্দ এলেই তা ছাড় করাতে কম-বেশি কমিশন লাগে। তিনি বলেন, ঝামেলায় যাবো না, ইউএনও জামানত হিসেবে ৫০ ভাগ রেখে বাকিটা প্রতিষ্ঠানপ্রধানদের এরই মধ্যে দিয়ে দিয়েছেন।

এদিকে ২৬ জুন তালিকাভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ ইউএনও অফিসে গিয়ে সংশ্লিস্ট প্রকৌশলীকে কমিশন প্রথা বাতিলের দাবি জানিয়ে ৩০ জুনের মধ্যে বিল ছাড় করার তাগিদ দেন। কাজ না করে প্রাক্কলন প্রস্তুতি ও ১৫% কমিশন প্রসঙ্গে উপ-সহকারী প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ বলেন, স্যার যেভাবে বলেছেন, আমি সেভাবে বলেছি মাত্র। কমিশন নেয়া প্রসঙ্গে ইউএনও মোমিনুর রহমান বলেন, আপনারা বড় জায়গাগুলোতে হাত দেন না। আমাদের দিয়ে হোমরা-চোমরারা অনেক কিছু জায়েজ করিয়ে নেয়। এ চেয়ারে বসে অনেক কিছু বলা যায় না। তবে তিনি কমিশন নেয়ার কথা অস্বীকার করেন।